হজ্জ ও উমরার বিধান

أحكام الحج والعمرة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام الحج والعمرة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
الطبعة السادسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي
أحكام الحج والعمرة - الزلفي
٥٢ ص؛ ٨ × ١٢ سم
ردمك: X – ٥–٥٢- ٨١٣–٩٩٦٠
(الكتاب باللغة البنغالية)
١- الحج ٢- العمرة
٣- زيارة المسجد النبوي أ. العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ١٧/٤٣٠٧

رقم الإيداع: ١٧/٤٣٠٧
ردمك: X – ٥–٥٢- ٨١٣–٩٩٦٠

أحكام الحج

হজ্জের বিধান

হজ্জের ফযীলত

হজ্জ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবারই ওয়াজিব হয় এবং তা হল, ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহের পঞ্চম ভিত্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾

[آل عمران:٩٧]

"লোকদের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছবার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ্জ সম্পন্ন করে।" (আলি-ইমরান ৯৭)

আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهاَدَةِ أن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمداً رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتاَءِ الزَّكاَةِ، والحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) [متفق عليه٨-١٦]

"ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরিত রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ করা ও রমযান মাসের রোযা রাখা।" (বুখারী ৮-মুসলিম১৬) হজ্জ হলো এমন উত্তম ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ কাজ, যদ্দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ حَجَّ هَذاَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) [متفق عليه ١٨١٩-١٣٥٠]

“যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করলো এবং অশ্লীল কাজ ও পাপাচার করলো না, সে ব্যক্তি হজ্জ থেকে এমন অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নব জাত শিশুরূপে প্রসব করছে।” (বুখারী ১৮১৯-মুসলিম ১৩৫০)

হজ্জের শর্তাবলী

জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর হজ্জ ওয়াজিব, যদি সে সামর্থ্যবান হয়। বাহন ও খরচ-খরচার শক্তি থাকলেই সামর্থ্যের প্রমাণ হয়। তাই যদি কেউ সাওয়ারী, যাতায়াত, এবং খাওয়া-পরা ইত্যাদি সহ সমূহ প্রয়োজনীয় জিনিসের মালিক হয়, তাহলে সে সামর্থ্যবান বলে গণ্য হবে। আর এই খরচ তাদের সাংসারিক খরচ থেকে উদ্বৃত্ত ও অতিরিক্ত হতে হবে, যাদের উপর খরচ করা তার জন্য অত্যাবশ্যক। রাস্তার

নিরাপত্তা ও শারীরিক সুস্থতাও সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এমন কোনো ব্যাধিগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ যেন না হয়, যা তার হজ্জ আদায়ে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তাবলী সহ মাহরাম সাথে থাকার শর্তও যুক্ত হবে। অর্থাৎ, হজ্জ যাত্রায় তার সাথে থাকতে হবে তার স্বামীকে অথবা এমন কোনো ব্যক্তিকে যার সাথে তার বিয়ে চিরতরে হারাম। আর সে যেন কোন ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাও না হয়, কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে বাড়ী থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন। এই সমূহ অন্তরায়ের কোনো একটিও যদি কারো ক্ষেত্রে দেখা দেয়, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

হজ্জের আদবসমূহ

১। হজ্জ ও উমরাহকারীকে সফরের পূর্বেই হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করে নেয়া দরকার। তা সে পড়ে হোক অথবা জিজ্ঞাসাবাদ করে হোক।

২। এমন সৎ সাথীর সাথে যেতে আগ্রহী হওয়া, যে ভাল কাজে তার সহযোগিতা করবে। আর সে যদি কোনো আলেম বা তালেবে ইলম হয়, তাহলে অতি উত্তম।

৩। হজ্জে তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ।

৪। অনর্থক বাক্যালাপ থেকে জিহবাকে সতর্ক রাখা।

৫। দুআ ও যিকর বেশী বেশী করা।

৬। লোকজনকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা।

৭। মহিলাদের পর্দা-পুশিদা বজায় রাখা এবং পুরুষদের ভীড় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা।

৮। হাজীদের এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা একটি মহান ইবাদত সম্পাদনের জন্য বের হয়েছে। এই নয় যে, তারা কোন সাধারণ ভ্রমণে বের হয়েছে। কারণ, অনেক হাজী (আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন) এই ধারণা পোষণ করে যে, হজ্জ ভ্রমণের একটি সুযোগ মাত্র, তাই তারা বিভিন্ন রকমের ছবি ও চিত্র এই সফরে তুলে।

ইহরাম

হজ্জ ও উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নামই হলো ইহরাম। আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজিব, যে হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের ইরাদা করবে। মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত মিকাতসমূহের কোনো একটি মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর তা হলো,

১। 'যুলহুলায়ফা' এটা মদীনাবাসীদের মীকাত। আর এটা মদীনার সন্নিকটে একটি ছোট গ্রাম যাকে বর্তমানে 'আবয়ারে আলী' বলা হয়।

২। 'আল-জোহফা' এটা শামবাসীদের মীকাত। আর এটি রাবেগের নিকটে একটি গ্রাম। মানুষ বর্তমানে রাবেগ থেকেই ইহরাম বাঁধে।

৩। 'কারনুল মানাযিল' (সাইলুল কাবীর) এটা নাজদবাসীদের মীকাত। এটা তায়েফের সন্নিকটে একটি স্থান।

৪। 'ইয়ালামলাম।' এটা ইয়ামান ও (ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগমনকারী)দের

মীকিত। আর এটা মক্কা থেকে ৭০ কিমিঃ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

৫। 'যাতে ইরক' ইরাকবাসীদের মীকাত।

নবী করীম-ﷺ-কর্তৃক নির্ধারিত এই মিকাত-সমূহ উপরোল্লিখিত তাদের জন্য এবং হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে আগমনকারী সকলের জন্য। মক্কাবাসী ও আহলে হিল (মিকাত ও হারাম সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী) নিজ নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

ইহরামের সুন্নত

১। নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা, মোচ কাটা, নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা এবং গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে, কাপড়ে নয়।

২। সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা। মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোন কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাতমোজা ও (চেহারার সাথে মিলিত কোন) মুখাচ্ছাদন ব্যব-হার করবে না।

৩। যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের

সাথে নামায আদায় করা, অন্যথায় দু'রাকআত (ওযূর সুন্নাতের নিয়ত করে) নামায আদায় করা। অতঃপর নিয়ত করা।

হজ্জ তিন প্রকারের

১। হজ্জে তামাত্তোঃ এর নিয়ম হলো, মিকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর

হজ্জের সময় উপস্থিত হলে মক্কা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। মিকাতে এই বলে নিয়ত করবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُّتَمَتِّعاً بِّهَا إِلَى الحَجِّ))

(লাব্বায়িক উমরাতান মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি)। সর্বোত্তম হজ্জ হলো, হজ্জে তামাত্তো। বিশেষতঃ যখন হাজী হজ্জ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই মক্কা পৌঁছবে। তাই সর্ব প্রথম উমরাহ আদায় করবে। অতঃপর মক্কা থেকেই 'লাব্বায়িক হাজ্জান' বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। আর এই হজ্জে হাজীকে হাদী (কোরবানীর পশু) অবশ্যই লাগবে। একটি ছাগল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আর একটি উট ও গরু সাত ব্যক্তির তরফ থেকে যথেষ্ট হবে।

২। হজ্জে কেরান, অর্থাৎ মিকাত থেকে (লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান) বলে হজ্জ ও উমরার

ইহরাম এক সাথে বাঁধেবে কোরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় অব্যাহত থাকবে। এই হজ্জ সাধারণতঃ এমন লোককে করতে হয়, যে হজ্জের পূর্বে এতটা সময় পায় না যে, সে উমরা আদায় ক'রে হালাল হয়ে আবার হজ্জের ইহরাম বাঁধবে অথবা যে কোরবানীর পশু তাথে করে নিয়ে আসে। এই জাতীয় হজ্জেও হাদী লাগবে।

৩। হজ্জে ইফরাদ, অর্থাৎ, শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা। মিকাত থেকে (লাব্বায়কা হাজ্জান) বলে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। এই জাতীয় হজ্জে হাদী লাগবে না।

যদি হজ্জকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে পারবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয়। আর মিকাতে করণীয় সব

কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই কিংবা জাহাজে উঠে করবে। যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং জাহাজে উঠার পূর্বেই বা জাহাজে উঠে ইহরামের কাপড় পরিধান করা। অতঃপর মিকাত আসার পূর্বেই অথবা মিকাতের ঠিক সোজাসোজি পৌঁছে নিয়ত করবে।

নিয়তে পদ্ধতি

১। যদি তামাত্তো হজ্জ করার ইচ্ছা, তাহলে বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُّتَمَتِّعاً بِهَا إِلَى الحَجِّ))

‘লাব্বায়কা উমরাতান ইচ্ছা মুতামাত্তিয়াম বিহা ইলাল হাজ্জি’

২। যদি কেরান হজ্জ করার ইচ্ছা করে তাহলে, বলবে,

((لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَّ حَجًّا))

‘লাব্বায়কা উমরাতান অ হাজ্জান’

৩। আর যদি ইফরাদ হজ্জ করার ইচ্ছা করে, তাহলে শুধু ‘লাব্বায়কা হাজ্জান’ বলবে। নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকা সুন্নত। আর তালবীয়াহ হলো,

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ))

‘লাব্বায়কাল্লা-হুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি’মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক’ (আমি হাজির হে প্রভু! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোনো শরীক নেই। তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামতের

সামগ্রী সবই তোমার। তোমারই রাজত্ব, তোমার কোনো শরীক নেই।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

১। মাথা ও শরীরের কোনো অংশের চুল নষ্ট করা। তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোনো দোষ নেই।

২। নখ কাটা। তবে আপনা আপনি কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে, তাতে কোনো দোষ নেই।

৩। সুগন্ধি ও সুবাসযুক্ত সাবান ব্যবহার করা।

৪। স্ত্রী সঙ্গম ও তাতে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস। যেমন, বিবাহ করা, নারীদেরকে প্রতি কামনার দৃষ্টিতে দেখা, মহিলার শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ ও চুম্বন করা ইত্যাদি।

৫। হাত মোজা ব্যবহার করা।

৬। শিকার করা।

উপরোক্ত জিনিসগুলো নারী-পুরুষ উভয়েরই উপর হারাম। তবে কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপর হারাম। যেমন,

(ক) সিলাই করা কাপড় পরিধান করা। তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, বেল্ট, ঘড়ি এবং চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করা।

(খ) কোনো এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা, যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে। তবে মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন জিনিস দ্বারা ছায়া গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাঁবুর ছায়া ইত্যাদি।

(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা। তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারবে।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের কোন একটি যদি কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তার তিনটি কারণ হতে পারে। যেমন,

১। হয় সে জেনেশুনে বিনা কোনো কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার বিবেচিত হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

২। কিংবা সে কোনো প্রয়োজনে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

৩। কিংবা সে মূর্খতার কারণে অথবা ভুলে বা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে; আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

তাওয়াফ

মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নত অনুযায়ী ডান পা প্রথমে রাখবে এবং এই দুআ পাঠ ক'রে প্রবেশ করবে,

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

'বিসমিল্লাহি অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলি -ল্লাহি। আল্লাহুম্মা গফিরলি যুনুবি অফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা" (আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দুআ পড়তে হয়। অতঃপর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা

অভিমুখে রওনা হবে। আর তাওয়াফ হলো, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের সাত চক্কর প্রদক্ষিণ করা। আর তাওয়াফ কা'বাকে বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। অযু অবস্থায় তাওয়াফ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। সম্ভব হলে তাকে চুমা দিবে। হাজরে আসওয়া-দকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে হাতে চুমা দেবে। তবে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে

চুমা দেবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানুসারে দুআ ও কুরআন তেলাঅত ইচ্ছামত করতে থাকবে। হজ্জকারী আপন ভাষায় নিজের জন্য ও যারই জন্য চাইবে, দুআ করতে পারবে। তাওয়াফের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই।

২। রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দিবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে কোন ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়বে না। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١)

‘রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁউ অ ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁউ অ ক্বিনা আযাবান্নার’ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দিও। আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো)।

৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু সম্ভব না হলে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাতটি চক্করের মধ্যে একটি চক্কর সুসম্পন্ন হবে।

৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় অন্যান্য তাওয়াফগুলিও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে কৃত যাবতীয় করণীয় অবশিষ্ট সমস্ত তাওয়াফেও করবে। যখনই

হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে, তখনই তাকবীর পড়বে। সপ্তম চক্করের শেষেও তকবীর পড়বে। প্রথম তাওয়াফের তিনটি চক্করে রামল করবে। অবশিষ্ট চারটি চক্করে হাঁটবে। আর রামল হল, ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা। পুরা সাত চক্করের এই প্রথম চক্করে ইযতিবা করাও সুন্নাত। ইযতিবা হলো, পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচে দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা। হজ্জ ও উমরাহকারী সর্ব প্রথম যে তাওয়াফ করবে, সেই তাওয়াফেই শুধু রামল ও ইযতিবা হবে।

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর ‘মাকামি ইব্রাহীম’ নামক স্থানে দু’রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত। মাকামি ইব্রাহীম তার ও কা’বার মধ্যস্থলে থাকবে। নামায

আরম্ভ করার পূর্বে চাদর ঠিক ক'রে উভয় কাঁধ ঢেকে নিবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুলইয়া আয়্যোহাল কাফিরুন' পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে। অত্যধিক ভীড়ের কারণে যদি মাকামি ইব্রাহীম-এ নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থানে পড়ে নিবে।

সাঈ

এরপর সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨]

‘ইন্নাসসাফা অল মারওয়াতা মিন শাআ’ য়িরি ল্লাহ ফামান হাজ্জাল বায়তা আ বি’তামারা ফালা জুনাহা আলাহি আঁই ইত্তাওয়াফা বি হিমা অ মান তাত্বাওয়া খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলী-ম’ অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করবে। যেমন এই দুআটি পড়া,

((لاَ إِلَـه إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْـبَرُ، لاَإِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ,

আনজাযা ওয়াদাহ, অ নাসারা আবদাহ, অ হাযামাল আহযাবা অহদাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি মহান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সহযোগিতা করেছেন এবং সৈন্য-দের তিনিই পরাজিত করেছেন। উক্ত দুআটি তিনবা পড়বে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুআ করবে।

দুআ শেষ করে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ ক'রে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যা-নুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়াবে। তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে

লক্ষ্য রাখতে হবে। (আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়।) মারওয়ায় পৌঁছে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সাফা পাহাড়ে পঠিত সমস্ত দুআ পাঠ করবে। এইভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে। দুআর পর মারওয়া থেকে অবতরণ ক'রে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে কৃত সমস্ত করণীয় অন্যান্য বাকী চক্করেও করবে। সাঈ করাকালীন বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাত। সাঈর পর তামাত্তো হজ্জকারী মাথা নেড়া করে উমরাহ সমাপ্তি ক'রে সাধারণ পোষা পরিধান করে হালাল হয়ে যেতে পারবে। অতঃপর জিল হজ্জ মাসের ৮ তারীখে যোহরের নামাযের পূর্বেই মক্কায় নিজ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং উমরার ইহরাম বাঁধার সময় কৃত যাবতীয় করণীয় করবে। অতঃপর

‘লাব্বায়কা হাজ্জান লাব্বায়কা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হামদা অন্নি’মাতা লাকা অল মুলকা লা-শারীকা লাক’ বলে হজ্জের নিয়ত করবে। অতঃপর যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামায কসর করে চার রাকআত নামাযগুলো দু’রাকআত করে মিনায় পড়বে।

যুল-হজ্জের আট তারীখ

এই দিনে হাজীগণ মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা ও ফজরের নামায আদায় করবে। চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযগুলো দু’রা-কআত ক’রে পড়বে।

৯তারীখ (আরাফার দিন)

আরাফার দিনে করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপঃ
১। সূর্যোদয়ের পর হাজী আরাফা অভিমুখে রওনা দিবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর যিকির,

দুআ ও তালবীয়াহ পড়াতে মনোনিবেশ করবে। নম্র ও মিনতি সহকারে খুব বেশী বেশী দুআ করবে। আল্লাহর নিকট নিজের ও অন্যান্য সকল মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে ও স্বীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রার্থনা করবে। দুআর সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব। আরাফায় অবস্থান হজ্জের রুকুনসমূহের এমন একটি রুকুন যে, যদি কেউ তা ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। আরাফায় অবস্থানের সময় হলো, ৯ তারীখের সূর্যোদয়ের পর থেকে নিয়ে ১০ তারীখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি দিন ও রাতের কোনো অংশে কিছু সময়ের জন্যেও সেখানে অবস্থান করবে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। তবে হাজীকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে আরাফার সীমানার ভিতরেই আছে।

২। আরাফার দিন সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ধীরস্থির ও নম্রতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে তালবীয়াহ পড়তে পড়তে মুজদালেফা অভিমুখে রওনা দিবে।

মুজদালেফায় পৌঁছা মাত্র সর্ব প্রথম মাগরিব ও ঈশার নামায এক সাথে কসর করে পড়বে। নামাযের পর খাবার ইত্যাদির আয়োজন করতে পারবে। তবে শীঘ্র ঘুমিয়ে যাওয়া উত্তম। যাতে ফজরের নামাযের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

১০ তারীখ (ঈদের দিন)

১। ফজরের সময় হলে নামায আদায় করে সেই স্থানেই বসে খুব ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত অত্যধিক যিকির ও তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করবে।

২। সাতটি ছোট কাঁকর বেছে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই তালবীয়াহ পাঠরত অবস্থায় মীনা অভিমুখে রওনা হবে।

৩। জামড়ায়ে আকাবা (বড় জামড়া) পর্যন্ত পৌঁছা অবধি তালবীয়াহ অব্যাহত রাখবে। সাতটি কাঁকর

একটি একটি করে মারবে। প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে।

৪। কাঁকর মারার পর তামাত্তো ও কেরান হজ্জ আদায়কারী কোরবানী করবে। কোরবানীর গোশত খাওয়া, হাদিয়া করা ও সাদকা করা সবকিছুই তার জন্য মুস্তাহাব।

৫। কোরবানীর পর সম্পূর্ণ মাথা নেড়া করবে অথবা খাটো করবে। তবে নেড়া করা উত্তম। মহিলারা প্রত্যেক চুলের গোছা থেকে এক আঙ্গুল (তিন সেন্টি মিটার) পরিমাণ চুল খাটো করবে। এর পর সাধারণ পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল-নখ কাটা সহ যা কিছু তার উপর নিষিদ্ধ ছিলো সব বৈধ হয়ে যাবে। তবে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করতে পারবে না। কিন্তু গোসল করা, পরিষ্কার-

পরিছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করা তার জন্য মুস্তাহাব।

৬। অতঃপর 'তাওয়াফ ইফাযাহ'-এর উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুখে রওনা হবে। কা'বার সাত চক্কর সমাপ্ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করে সাঈর জন্য সাফা-মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে সাত বার সাঈ করবে, যদি সে তামাত্তো হজ্জের নিয়ত করে থাকে। কিন্তু যদি কেরান ও ইফরাদ হজ্জের নিয়ত করে এবং 'তাওায়ফে কদুম' তথা আগমনী তাওয়াফে সাঈ করে থাকে, তাহলে তাওয়াফে ইফাযার সাথে আর সাঈ করতে হবে না। কারণ, তার প্রথম তাওয়াফই হজ্জের তাওয়াফ। আর যদি প্রথম তাওয়াফের সাথে সাঈ না করে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। সাঈর পর স্ত্রী সহ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু তার জন্য

হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরাম অবস্থায় তার উপর হারাম ছিল।

৭। জিল হজ্জ মাসের ১১/ ও ১২ তারীখের রাতে রাতে মীনায় অবস্থান করা প্রত্যেক হাজীর উপর অপরিহার্য। (আর যে বিলম্ব করবে সে, ১৩ তারীখের রাতও মীনায় কাটাবে)। মীনাতে রাত্রিবাস বলতে, রাতের বেশীর ভাগ অংশটা সেখানে কাটানো।

উপরোক্ত পালনীয় কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করা সুন্নত ও উত্তম। যেমন, প্রথমে কাঁকর মারা। অতঃপর কোরবানী করা। অতঃপর মাথা নেড়া করা। অতঃপর তাওয়াফ করা। কিন্তু যদি এর মধ্যে কোনটি আগে-পিছে হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।

১১ তারীখ

এই দিনে প্রত্যেক হাজীকে প্রত্যেক জামড়াকে কাঁকর মারতে হবে। সূর্য মধ্যাহ্ন গগন হতে পশ্চিমে গড়ে যাওয়ার পর থেকেই কাঁকর মারা আরম্ভ হবে। এর পূর্বে বৈধ হবে না। প্রথম ছোট জামড়াতে কাঁকর মারবে। অতঃপর মধ্যমটাকে। অতঃপর বড়টাকে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে কোনো সময় কাঁকর মারা যায়। কাঁকর মারার পদ্ধতি হলো,

১। সাথে ২১টি কাঁকর নিয়ে ছোট জামাড়ায় সাতটি কাঁকর মারবে। প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে এবং কাঁকর যেন হওযের মধ্যে পতিত হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর কাঁকর একটি একটি করে মারতে হবে। কাঁকর মারার

পর ডান দিকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুআ করা সুন্নাত।

২। অতঃপর মধ্যম জামড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানেও প্রত্যেক নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করে পরপর সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর একটু বাঁ দিকে সরে গিয়ে প্রথম বারের ন্যায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুআ করবে।

৩। অতঃপর জামড়ায়ে আকাবার দিকে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে দুআ করবে না।

১২ তারীখ

১। ১১তারীখে কৃত যাবতীয় করণীয় অনুরূপ ১২ তারীখেও করবে। যদি হাজী বিলম্ব ক'রে

১৩ তারীখ পর্যন্ত থাকতে চায়, -আর এটাই উত্তম- তাহলে সে ১১ ও ১২ উভয় দিনে কৃত যাবতীয় কাজ ১৩ তারীখেও করবে।

২। ১২ অথবা ১৩ তারীখে কাঁকর মারার পর প্রত্যেক হাজী কা'বা শরীফের তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কা'বার সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পাদন করার পর মাক্বামি ইব্রাহীমে দু'রাকআত নামায পড়বে। (ভীড়ের কারণে) সেখানে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে, মসজিদের যে কোনো স্থানে তা আদায় করে নিবে। ঋতু এবং নেফাসজনিতা মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তাদেরকে এতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

হাজীরা পূর্বে উল্লিখিত তাওয়াফে ইফাযা (হজ্জের তাওয়াফ)কে এই দিন পর্যন্ত কিলম্ব করতেও পারে এবং বিদায়ী তাওয়াফ তাদের জন্য যথেষ্ট

হবে। তাই তাওয়াফে ইফাযাকে এই দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা তাদের জন্য জায়েয। তবে বিদায়ী তাওয়াফ করার সময় তাওয়াফে ইফাযার নিয়ত করবে, বিদায়ী তাওয়াফের নয়।

৩। বিদায়ী তাওয়াফের পর হাজীগণ অন্য কোনো কিছুতে ব্যস্ত না হয়ে যিকরন দুআ ও উপকারী উপদেশাদি শ্রবণে সমস্ত সময়টাকে ব্যস্ত রেখে মক্কা ছেড়ে দিবে। তবে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থানে কোনো দোষ নেই। যেমন সঙ্গী-সাথীর অপেক্ষা করা অথবা সামানাদি বয়ে আনতে বিলম্ব হওয়া ও রাস্তার প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি।

হজ্জের রুকনসমূহ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। আরাফায় অবস্থান করা।

৩। তাওয়াফে ইফাযা (ঈদের দিনের তাওয়াফ) করা।

৪। সাফা মারওয়ার সাঈ করা।

উপরোক্ত রুকনসমূহের কোনো একটিও যদি কেউ ত্যাগ করে, তবে তার হজ্জ হবে না।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১। মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। যদি দিনে অবস্থান করে।

৩। ফজর উদিত হয়ে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুজদালেফায় রাত থাকা। তবে দুর্বল ব্যক্তিগণ ও মহিলারা অর্ধেক রাতের পর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

৪। তাশরীকের রাতগুলোতে মীনায় থাকা।

৫। তাশরীকের দিনগুলোতে প্রত্যেক জামড়াতে কাঁকর মারা।

৬। মাথা নেড়া করা অথবা চুল খাটো করা।

৭। বিদায়ী তাওয়াফ করা।

যে ব্যক্তি ওয়াজিব সমূহের কোন একটি ত্যাগ করবে, তাকে একটি ছাগল অথবা এক সপ্তমাংশ গাই বা উট জবাই ক'রে হারাম শরীফের ফকীর মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

মসজিদে নববীর যিয়ারত

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কারণ মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। আর এই মসজিদের যিয়ারত যে কোনো সময় করা যায়, এই যিয়ারতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। আর মসজিদে নববীর যিয়ারত হজ্জের কোন অংশও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন

মুসলিম এই মসজিদে থাকবে, তার জন্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ও তাঁর সাহাবীদ্বয়, আবূ বাকার ও উমার (রাযীআল্লাহু আনহুমা)-এর কবর যিয়ারত করা মুস্তহাব। কবরের যিয়ারত কেবল পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। নবীর হুজরার কোন কিছুকে স্পর্শ করা অথবা তার তাওয়াফ করা ও দুআ করাকালীন তার দিকে মুখ করা কারো জন্যে বৈধ নয়।

أحكام العمرة

উমরা করার পদ্ধতি

উমরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর জীবনে এক বারই ওয়াজীব হয়। যার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী, তিনি বলেন,

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণভাবে আদায় করো।" (সূরা বাক্বারা ১৯৬) উমরাহ একটি উত্তম কাজ বিধায় সাধ্যানুযায়ী তা একাধিক করা মুস্তাহাব। উমরাকারীর সর্ব প্রথম কাজ হলো, ইহরাম বাঁধা।

ইহরামঃ উমরার কার্যসমূহের মধ্যে প্রবেশ করার নাম হলো ইহরাম। ইহরাম বাঁধার পর ঐ সমস্ত জিনিষ মুহরিম তথা হজ্জ ও উমরাকারীর উপর হারাম হয়ে যায়, যা ইতি পূর্বে তার জন্য হালাল

ছিল। কারণ, সে একটি ইবাদতের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর ইহরাম বাঁধা তার উপর ওয়াজীব হয়, যে উমরা করার নিয়ত করে।

মক্কা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল থেকে উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারীকে আল্লাহর রাসূল-ﷺ-কতৃক নির্ধারিত মিকাত সমূহের কোনো এক মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

মিকাতেঃ ইহরামের পূর্বে করণীয় সুন্নাত কাজঃ

১। নখ কাটা, বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে সুগন্ধি শরীরে ব্যবহার করবে, কাপড়ে নয়।

২। সিলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা। মহিলারা পর্দা বজায় রেখে যে কোনো কাপড় ব্যবহার করতে পারবে। তবে পর পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী ও হাত-মুখ

খোলা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হাত মোজা ও মুখা-চ্ছাদন ব্যবহার করবে না।

৩। যদি নামাযের সময় হয়, তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা। অন্যথায় ওযূর সুন্নতের নিয়ত করে দু'রাকআত নামায আদায় করা। অতঃপর উমরার নিয়ত করা। নিয়তের পদ্ধতি হল, মুখে বলবে, "আল্লা হুম্মা লাব্বায়িকা উমরাতান"

যদি উমরাকারী আকাশ পথে আগমনকারী হয়, তাহলে সে মিকাতের নিকটে অথবা তার কিছু পূর্বেই ইহরাম বেঁবে নেবে, যদি মিকাত নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় এবং মিকাতে করণীয় যাবতীয় কাজ জাহাজে উঠার পূর্বেই, অথবা জাহাজে উঠে করবে। যেমন, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বগলের চুল পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

অতপরঃ মিকাতে পৌঁছার আগেই অথবা সেখানে পৌঁছে নিয়ত করবে।

নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় তালবীয়াহ পড়তে থাকবে। আর তালবীয়াহ হল, (লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা-শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অলমুলূক লা-শরীকা লাক)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ

১। মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল নষ্ট করা। তবে ধীরস্থিরভাবে মাথা চুলকানোতে কোনো দোষ নেই।

২। নখ কাটা। তবে আপনা আপনিই কারো নখ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা অসুবিধার কারণে কাটতে হলে তাতে দোষ নেই।

৩। শিকার করা।

উপরোক্ত জিনিসগুলো পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর হারাম। কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যা শুধু পুরুষের উপর হারাম যেমন,

(ক) সিলাই করা কাপড় ব্যবহার করা। তবে প্রয়োজনীয় জিনিস মুহরিম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন, বেল্ট, ঘড়ী এবং চশমা।

(খ) কোনো এমন জিনিস দিয়ে মাথা ঢাকা যা মাথার সাথে একেবারে লেগে থাকে। এ ছাড়া যা মাথার সাথে লেগে থাকেনা যেমন, ছাতা, গাড়ীর ছায়া ও তাবুর ছায়া ইত্যাদি গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই।

(গ) পায়ের মোজা ব্যবহার করা, তবে জুতা না পেলে চামড়ার মোজা ব্যবহার করতে পারে।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ কারো দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে, তার তিনটি কারণ হতে পারে।

১। হয় সে জেনেশুনে বিনা কোনো কারণে তা করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে এবং তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

২। কিংবা সে কোন কারণে করবে, এমতাবস্থায় সে গুনাহগার হবে না। তবে তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

৩। কিংবা সে মুর্ক্ষতার কারণে অথবা ভুলে বা তাকে করতে বাধ্য করা হবে, এমতাবস্থায় না সে গুনাহগার হবে আর না তাকে ফিদয়া দিতে হবে।

ইহরামের পর উমরাকারী মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। মসজিদে হারামে পৌঁছে সুন্নাত অনুযায়ী ডান পা আগে

বাড়িয়ে "বিসমিল্লাহি অসসালাতু অসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহু স্মাগফিরলি যুনুবি অফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা" দুআটি পাঠ ক'রে প্রবেশ করবে। (আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সলাম বর্ষণ হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহকে মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশ করার সময় উক্ত দুআ পড়তে হয়। আতঃপর তাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে কা'বা অভিমুকে অগ্রসর হবে।

তাওয়াফ

তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ হবে এবং সেখানেই শেষ হবে। তাওয়াফের সময় কা'বা থাকবে বাঁম দিকে। ওযূ করে তাওয়াফ

করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। তাওয়াফের নিয়ম হলো,

১। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে। আর সম্ভব হলে তাকে চুমা দিবে। হাজরে আসয়াদকে চুমা দেওয়া সম্ভব না হলে, হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রে হাতে চুমা দিবে। হাজরে আস ওয়াদকে চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা কোনটাই সম্ভব না হলে, তাকে সম্মুখ ক'রে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। তবে হাতে চুমা দিবে না। অতঃপর কা'বাকে বাঁয়ে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করবে এবং সাধ্যানু- সারে দুআ ও কুরআন তেলাঅত ইচ্ছামত করতে থাকবে। উমরাকারী আপন ভাষায় নিজের

জন্য ও যার জন্য সে চাইবে, দুআ করতে পারবে। তাওয়াফের কোন নির্দিষ্ট দুআ' নেই।

২। রুকনে ইয়ামানীর নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে তাকে স্পর্শ করবে। তবে হাতে চুমা দিবে না। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তার দিকে কোনো ইশারা না করে তাওয়াফ অব্যাহত রাখবে এবং সেখানে তাকবীরও পড়াবে না। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ অ ফিল আখিরা তি হাসানাহ অ ক্বিনা আযাবান্নার।" (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দিও।

আর আগুনের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো।

৩। হাজরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে সম্ভব হলে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু সম্ভব না হলে, 'আল্লাহু আকবার' বলে
হাত উঠিয়ে তার দিকে ইশারা করবে। এই ভাবে সাত চক্করের মধ্যে এক চক্কর সুসম্পন্ন হবে।

৪। প্রথম তাওয়াফের ন্যায় বাকী তাওয়াফগুলিও সুসম্পন্ন করবে। প্রথম তাওয়াফে যা করেছে, বাকী সমস্ত তাওয়াফে অনুরূপ করবে। যখনই হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবে তাকবীর পড়বে।

তাওয়াফের পর

তাওয়াফের পর, ‘মাকামি ইব্রাহীমে দু’রাকআত নামায আদায় করা। মাকামি ইব্রাহীম তার ও কা’বার মধ্যস্থলে থাকবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ কুল ইয়া আয়্যো হাল কাফেরুন পড়বে। আর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ‘ফাতিহা’ সহ ‘কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ’ পড়বে। অত্যাধিক ভিড়ের কারণে যদি মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মসজিদের যে কোনো স্থানে পড়ে নিবে। তাওয়াফ ও নামাযের পর খুব বেশি বেশি যমযমের পানি পান করাও সুন্নত সম্মত।

সাঈ

তারপর সাফা-মারওয়া অভিমুখে যাত্রা করবে। সাফায় পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে, ‘ইন্নাসসাফা

অল মারওয়াতা মিন শাআ' য়িরিল্লা-হ' অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ ক'রে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করবে। যেমন, এই দুআটি করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু অহাদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলক অলাহুল হামদ য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহাদাহু আনজাযা ওয়াদাহু অ নাসারা আবদাহু অ হাযামাল আহযাবা অহাদাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুদান করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমাতাশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো

উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দার সাহায্য করেছেন এবং সৈন্যদেরকে তিনিই পরাজিত করেছেন)। উক্ত দুআটি তিনবার পড়বে এবং অনেকক্ষন ধরে দুআ করবে। দুআ শেষ ক'রে সাফা পাহাড় থেকে অবতরণ ক'রে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। যখন সবুজ বাতির নিকটে পৌঁছবে, তখন সাধ্যানুসারে দ্বিতীয় সবুজ বাতি পর্যন্ত দৌড়বে। তবে দৌড়তে গিয়ে কারো কষ্ট যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর দৌড় শুধু পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য নয়। মারওয়ায় পৌঁছে কিবলার দিকে মুখ ক'রে হাত উঠিয়ে ঐ সমস্ত দুআ পাঠ করবে যা সাফা পাহাড়ে করেছে। এই ভাবে সাত চক্করের এক চক্কর পূরণ হবে। দরআর

পর মারওয়া থেকে অবতরণ ক'রে সাফার দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রথম চক্করে যা করেছে, অন্যান্য সমস্ত চক্করেও করবে। সাঈ করাকালীন বেশি বেশি দুআ করা সুন্নত। সাঈ শেষ হয়ে গেলে উমরাকারী চুল নেড়া করে অথবা খাট করে হালাল হতে পারবে। তবে চুল নেড়া করা উত্তম।

উমরার আরকান

১। ইহরাম বাঁধা।

২। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা।

৩। সাফা-মারওয়ার সাঈ করা।

যদি কেউ উমরার রুকনসমূহের কোনো এক রুকন ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উমরাহ হবে না, তাকে পুনরায় উমরাহ করতে হবে।

উমরার ওয়াজিবসমূহ

১। মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২। মাথা নেড়া করা অথবা খাট করা।

যদি কেউ উমরার ওয়াজিবসমূহের কোনো কিছু ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে একটি ছাগল কিংবা দুম্বা জবাই ক'রে হারাম শরীফের ফকির-মিসকিনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	হজ্জের ফযীলত
৫	হজ্জের শর্তাবলী
১০	ইহরামের সুন্নত
১১	হজ্জ তিন প্রকারের
১৬	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ
১৯	তাওয়াফ
২৪	সাঈ
২৮	যুল-হজ্জের আট তারীখ
৩০	১০ তারীখ (ঈদের দিন)
৩৪	১১ ও ১২ তারীখ
৩৭	হজ্জের রুকনসমূহ
৩৮	হজ্জের ওয়াজিবসমূহ
৪১	উমরা করার পদ্ধতি